তারিখ ... 03 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ভার্সিটির ৭টি হলে তল্লাশি ঃ বহু অস্ত্র উদ্ধার ঃ গ্রেফতার ২৩

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি আবাসিক হলে তল্লাশি চালিয়ে ২০টি বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রসহ বেশ কিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। এই সময়ে পুলিশ ২৩ জনকে গ্রেফতার করে। ভোররাতে শহীদুল্লাহ হল, বিকালে জহুরুল হক হল, সূর্যসেন হল, মহসিন হল এবং সবশেষে জগন্নাথ ও সলিমুল্লাহ হলে তল্লাশি চালানো হয়।

পুলিশ তল্লাশির সময় ২৩ জনকে আটক করলেও তাদের কোন পরিচয় দেয়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র ও পুলিশ জানায়, গতকাল বেলা তিনটার দিকে পুলিশ একযোগে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, মাষ্টার দা সূর্যসেন হল ও স্যার এ এফ রহমান হলে তল্লাশি অভিযান শুরু করে।

অকস্মাৎ তল্লাশির জন্য বিপুল সংখ্যক সাদা পোশাকধারী পুলিশ ও পোশাকধারী পুলিশ হলগুলোতে প্রবেশ করলে সাধারণ ছাত্ররা ভীত হয়ে পড়ে এবং ক্যাডার ও সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু হলের চতুর্দিকে পুলিশ অবস্থান গ্রহণ করায় অধিকাংশরা হলের ভেতরে নিরাপদ স্থানে পালাতে চেষ্টা করে। পুলিশ তল্লাশির সময় জহুরুল হক হল, সূর্যসেন ও স্যার এ এফ রহমান হলের প্রতিটি রুমে ঢুকে ছাত্রদের পরিচয় জানতে চায় এবং বন্ধ রুম এবং রুমের ভেতরের আলমারী বিছানাপত্র

(৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা ভার্সিটির ৭টি হলে তল্লাশি ঃ বহু অস্ত্র উদ্ধার

উল্টেপাল্টে দেখতে থাকে। জহুরুল হক হলে তল্লাশির সময় হলের জিএস মাসুম আহমেদ দোতলা থেকে লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে একটি স্পেনিশ রিভলবারসহ গ্রেফতার করে। তার পা ভেঙ্গে যাওয়ায় পরে তাকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এছাড়া তল্লাশিকালে পুলিশ হলটি থেকে ৪টি বন্দুক, ১টি কাটা রাইফেল, ১টি বিদেশী রিভলবার, একটি বিদেশী পিস্তল, এয়ার পিস্তল ১টি, ১টি বেয়নেট এবং দুটি ম্যাগাজিনসহ ১৪৪টি গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। এ সময় হল থেকে বহিরাগতসহ মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করে।

অন্যদিকে সূর্যসেন হলে তল্লাশির সময় সালমান বাবু নামের এক যুবক হলের পাচিল টপকিয়ে পালাবার সময় তাকে আটক করে তার কাছ থেকে পুলিশ তাজা গুলিভর্তি একটি ব্যাগ উদ্ধার করেছে। এছাড়া এই হলটি থেকে ২টি কাটা রাইফেল ও ১টি ড্যাগারও উদ্ধার করে। স্যার এফ রহমান হলে পুলিশ জোর তল্লাশি চালালেও কোন অস্ত্র পায়নি তবে এই হল থেকে দৌড়িয়ে পালানোর সময় একজনকে আটক করে।

পুলিশ এই তিনটি হল তল্লাশির পর জগন্নাথ ও এসএম হলে অভিযান চালায় কিন্তু হল দুটি থেকে পুলিশ কোন অস্ত্র বা কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান এই দুটি হলে পুলিশ সামান্য সময় অবস্থান করে।

অন্যদিকে ভোর রাত ৪টা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত শহীদুল্লাহ হলের প্রধান ভবন ও বর্ধিতাংশ-১ এ তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ দুটি শর্ট গান, একটি কাটা রাইফেল, ফয়েন্ট ৩২ বোরের একটি বিদেশী রিভলবার, ১শটি বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। এই সময়ে বহিরাগতসহ মোট ১২ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

এদিকে ছাত্রদল স্যার এ এফ রহমান হলের সাধারণ সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দফতর সম্পাদক মোঃ বসির উদ্দীন অভিযোগ করেছেন, এই হলটিতে তল্লাশির সময় পুলিশ তার কক্ষের বিছানাপত্র তছনছ এবং আলমারী ভেঙ্গে দেয়।

পুলিশ হল তল্লাশি করে চলে যাওয়ার পর সূর্যসেন হলের ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পড়লে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে।

এদিকে হল তল্লাশির পর ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিক এক সমাবেশে বলেন, সূর্যসেন হল ও জহুরুল হক হল তল্লাশির সময় সলিমুল্লাহ হলে গুলির শব্দ শোনা গেলেও পুলিশ ঐ গুলিতে পরে তল্লাশি করে। তারা সমাবেশে বলেন, এটা একটা পক্ষপাতমূলক তল্লাশি হয়েছে। তারা বলেন, জগন্নাথ ও এসএম হলের নামে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলেও পুলিশ ওই দুটি হলে যথাযথ তল্লাশি করেনি। এই সমাবেশে মনিরুজ্জামান মনির শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানী, এ বি এম মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন ও নাসিরউদ্দীন অসীম বক্তৃতা করেন।

অন্যদিকে ছাত্রলীগ (শা-পা) সভাপতি এনামুল হক শামিম মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশের হল তল্লাশিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সভানেত্রীর আহবান রয়েছে অস্ত্রধারী যেই হোক তাকে গ্রেফতার করার। পুলিশ ঠিক সময়ে সঠিক কাজ করেছে।

গতকাল এই হল তল্লাশিতে পুলিশের ৭৫০ জনের একটি বিরাট দল ১৯টি ট্রাকে করে ক্যাম্পাসে আসে। এদের মধ্যে রায়ট পুলিশ, আলাদা টাস্ক ফোর্স, সাদা পোশাকধারী পুলিশও ছিল। এছাড়া জিয়া হল ও মহসিন হল তল্লাশি করলেও পুলিশ এই দুটি হল থেকে কিছু পায়নি। অভিযোগ রয়েছে পুলিশ শহীদুল্লাহ হলে তল্লাশি চালালেও ছাত্রলীগ (শা-পা) বরিশাল গ্রুপের দখলকৃত হলের বর্ধিত ভবন-২-এ কোন তল্লাশি করেনি।

পুলিশের তল্লাশি অভিযানের সময় গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে ঃ জহুরুল হক হলের মাসুম, মোস্তফা, শাহাবুদ্দীন, ইব্রাহিম, আব্দুর রহমান মিলন, গোলাম মোস্তফা, হাবিবুল্লাহ, ফেরদৌস ও আমির হোসেন। শহীদুল্লাহ হল থেকে গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে ঃ রফিক হাসান, শওকত, আলী আকবর, মশিউর রহমান, মোঃ হেমায়েত, খলিলুর রহমান, জাকির, আনোয়ার ও জামাল হোসেন। এর মধ্যে প্রথম ৫ জন বহিরাগত। এছাড়া পুলিশ মহসিন হলের গেট থেকে টিটো নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে।

এইসব বেআইনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার দায়ে তাদের বিরুদ্ধে রমনায় ৪টি মামলা হয়েছে।

রাতে পুলিশ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি আবাসিক হলে অস্ত্র উদ্ধারের নিমিত্তে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে মোট ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্র, বেশ কিছু গুলি ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া উক্ত অভিযানকালে উল্লিখিত হলসমূহ হতে মোট ২৩ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেআইনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার দায়ে রমনা থানায় অস্ত্র আইনে ৪টি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মিরপুরে অস্ত্রসহ আটক ১

সিআইডি সিটি জোনের একটি বিশেষ দল সোমবার রাতে রাজধানীর মীরপুর থানার আহমদনগর বস্তিতে অভিযান চালিয়ে ১টি দেশী বন্দুক ও ১ রাউন্ড গুলিসহ আবদুর রাজ্জাক (২০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায়, ধৃত আসামী পূর্ব মনিপুরের সন্ত্রাসী লিটন গ্রুপের একজন সক্রিয় সদস্য। পুলিশ আরও জানায়, সিআইডি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যান্য সন্ত্রাসীরা রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়। এ ব্যাপারে মিরপুর থানায় মামলা হয়েছে।

চট্টগ্রামে অস্ত্র উদ্ধার

সিআইডি চট্টগ্রাম জোনের সহকারী পুলিশ সুপার হাফিজ উদ্দিন দেওয়ান পহেলা এপ্রিল দুপুরে চট্টগ্রাম শহরের প্যানোরমা হাসপাতালের নিকট পাহাড়ের জঙ্গলে তল্লাশি করে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশী রিভলবার, ৩২ বোরের গুলি ৮টি ও ২টি কার্তুজ উদ্ধার করেন। এ ব্যাপারে তদন্ত অব্যাহত আছে।